

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকীদাগত সচেতনতা ; সমস্যার মূল ও

প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুসলিমা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২১২৬১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকীদাগত সচেতনতা ; সমস্যার মূল ও

প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুসলিমা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২১২৬১

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকীদাগত সচেতনতা ; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুসলিমা খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২১২৬১ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

মুফতিঃ আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকীদাগত সচেতনতা ; সমস্যার মূল ও প্রতিকারমূলক দাওয়াহ কৌশল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।


09.06.26

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মুসলিমা খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২১২৬১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়:.....	7
ভূমিকা.....	7
১.১ বিষয় পরিচিতি ও গবেষণার প্রেক্ষাপট :.....	7
১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....	7
১.৩ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব.....	7
১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....	8
দ্বিতীয় অধ্যায়:.....	9
আকীদার পরিচয় ও ইসলামে এর গুরুত্ব.....	9
২.১ আকীদার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা.....	9
২.২ ইসলামী আকীদার উৎস.....	9
২.৩ কুরআন ও হাদিসের আলোকে আকীদার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ.....	10
২.৪ আকীদার গুরুত্ব.....	11
তৃতীয় অধ্যায়:.....	12
আকীদাগত সচেতনতার ধারণা.....	12
৩.১ আকীদাগত সচেতনতার অর্থ.....	12
৩.২ শিরক,কুফরি থেকে বাঁচতে সহিহ আকীদার অপরিহার্যতা.....	12
৩.৩ ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে আকীদাগত সচেতনতার প্রভাব.....	14
৩.৪ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব.....	14
চতুর্থ অধ্যায়:.....	15
ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তরুণ প্রজন্মের গুরুত্ব.....	15
৪.১ ইসলামী ইতিহাসে তরুণদের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ.....	15
৪.২ অদম্য শক্তি ও সাহস.....	17
৪.৩ আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা.....	17
৪.৪ মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে পারদর্শিতা.....	18

৪.৫ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব	19
পঞ্চম অধ্যায়:.....	20
তরুণ প্রজন্মের আকীদাগত অবস্থার বর্তমান চিত্র	20
৫.১ তরুণ সমাজের বর্তমান ধর্মীয় অবস্থা.....	20
৫.২ তরুণদের আধুনিক চিন্তাধারা পোষণ.....	21
৫.৩ তরুণদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদ.....	21
৫.৪ বস্তুবাদী চিন্তাধারা.....	22
ষষ্ঠ অধ্যায়:	23
সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ.....	23
৬.১ পারিবারিক কারণ -	23
৬.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটিসমূহ -	24
৬.৩ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির প্রভাব	25
৬.৪ প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব	27
৬.৫ বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব এবং তার বিস্তার	29
৬.৬ খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা মুসলিমদের আকীদা নষ্টের ব্যাপক প্রচেষ্টা	30
সপ্তম অধ্যায়:	33
বর্তমান প্রেক্ষাপটে আকীদাগত চ্যালেঞ্জসমূহ.....	33
৭.১ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকাল:.....	33
৭.২ কুরআনের প্রামাণ্যতা:.....	33
৭.৩ ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম শরিয়ত:.....	33
৭.৪ ইসলামোফোবিয়া:.....	33
অষ্টম অধ্যায়:	34
দাওয়াহ'র ধারণা ও গুরুত্ব.....	34
৮.১ দাওয়াহ'র অর্থ ও মূলনীতি	34
৮.২ দাওয়াহ'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	35
৮.৩ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাওয়াহ	37

৮.৪ নবী রাসূলগনের দাওয়াহ.....	39
নবম অধ্যায়:.....	42
প্রতিকারমূলক আধুনিক দাওয়াহ কৌশল	42
৯.১ বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিনির্ভর দাওয়াহ.....	42
৯.২ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার.....	42
৯.৩ তরুণবান্ধব দাওয়াহ কার্যক্রম.....	44
৯.৪ মেন্টরশিপ ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা	44
৯.৫ অনলাইন সন্দেহ নিরসন কেন্দ্র.....	44
৯.৬ সেবামূলক দাওয়াহ (Social Da'wah).....	45
৯.৭ সমন্বিত মিডিয়া ও গবেষণা সেল গঠন	45
৯.৮ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা সংস্কার	45
৯.৯ তরুণদের মাধ্যমে তরুণদের দাওয়াহ.....	46
দশম অধ্যায়:	48
পরিবার ও সমাজের ভূমিকা.....	48
১০.১ পরিবারের ভূমিকা.....	48
১০.২ সমাজের ভূমিকা.....	48
একাদশ অধ্যায়:	51
দাওয়াহ কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়	51
দ্বাদশ অধ্যায়:.....	52
সম্ভাব্য সুপারিশ ও উপসংহার.....	52
উপসংহার :	53
তথ্যসূত্র:	54

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা

১.১ বিষয় পরিচিতি ও গবেষণার প্রেক্ষাপট :

মানব জীবনের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে সঠিক আকীদা। ইসলামী জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা, যা মানুষের চিন্তা, চেতনা, নৈতিকতা ও কর্মপদ্ধতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির প্রসার, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ধর্মীয় অজ্ঞতা, নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতাদর্শের কারণে তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ আকীদাগত সংকটে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। তাই এই গবেষণায় তরুণ প্রজন্মের আকীদাগত সমস্যার মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যকর প্রতিকারমূলক দাওয়াত কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আকীদার মৌলিক ধারণা তুলে ধরা

তরুণ প্রজন্মের আকীদাগত বর্তমান অবস্থা এবং সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ

সমস্যার মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা

কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রতিকার মূলক আধুনিক দাওয়াত কৌশলের প্রস্তাবনা

১.৩ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আকীদায় সমস্যা থাকলে ঈমান এবং আমল ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। তাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। তরুণরা এ বিষয়ে

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে কারণ তারা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের চিন্তা ও আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করে। তাই তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী বিশুদ্ধ আকিদা সম্পর্কে সচেতন করা বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি। এক্ষেত্রে কার্যকর দাওয়াহ কৌশল গ্রহণ করা জরুরি, যাতে তরুণদের মানসিকতা, সামাজিক বাস্তবতা এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাতে মূলত বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সময়ের স্বল্পতা এবং তথ্য সংগ্রহের সংগ্রহের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও ভৌগোলিক শ্রেণীর তরুণদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

আকীদার পরিচয় ও ইসলামে এর গুরুত্ব

২.১ আকীদার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

আকীদা (عقيدة) শব্দটি আরবি মূলধাতু "আকদুন" (عقد) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দৃঢ়ভাবে বাঁধা, বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কোন বিষয়ের ওপর দৃঢ় ও সন্দেহহীন ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়।

শাব্দিক অর্থ : দৃঢ়ভাবে বাঁধা, বন্ধন করা, গিরা দেওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী পরিভাষায় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী রাসূল, পরকাল, তাকদীরসহ অদৃশ্য বিষয়গুলোর ওপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করা।

২.২ ইসলামী আকীদার উৎস

বিশুদ্ধ আকীদার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো আল- কুরআন এবং হাদিস বা সুন্নাহ।

আল-কুরআন: ইসলামী আকীদার প্রধান ও মৌলিক উৎস হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তা'আলা এতে নিজের পরিচয়, তাঁর গুণাবলি, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীর এবং পরকাল সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

হাদীস বা সুন্নাহ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন হলো আকীদার দ্বিতীয় উৎস। বিশেষ করে 'মুতাওয়াতির' হাদীস (যেগুলো সাহাবী ও পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে) থেকে আকীদার বিশুদ্ধ বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়।

২.৩ কুরআন ও হাদিসের আলোকে আকীদার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কুরআনে বহু স্থানে ঈমান ও আকীদার মৌলিক বিষয় সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

তাওহীদের আকীদা:

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকীদা হল তাওহীদ।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

"বলুন, তিনি আল্লাহ, একক। "

[সূরা আল- ইখলাস, আয়াত ১]

এ আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

" আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি।"

[সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬]

ফেরেশতা ও কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।"

[সূরা আল- বাকারা, আয়াত ২৮৫]

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক ও জবাবদিহিমূলক জীবন গঠনে সহায়তা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।"

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৮]

"বরঞ্চ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ আখিরাতের জীবন উত্তম ও অধিক স্থায়ী।"

[সূরা আল-আলা, আয়াত: ১৬-১৭]

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস

ভালো মন্দ সবকিছু আল্লাহর জ্ঞান এবং ফায়সালার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আমি সবকিছু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।"

২.৪ আকীদার গুরুত্ব

বিশুদ্ধ ঈমান এবং আখলাকের জন্য আকীদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াহ দিয়েছেন।

আকীদা ইসলামের মূল ভিত্তি। বিশুদ্ধ আকীদা মানুষকে শিরক ও কুফর থেকে রক্ষা করে। আকীদা মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। সঠিক আকীদা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার মাধ্যম। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি ঈমান অস্বীকার করবে, তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।"

[সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত :৫]

সুতরাং আমাদের ইমান, আকীদা বিশুদ্ধ না হলে আমল কোনো কাজে আসবে না।

তৃতীয় অধ্যায়:

আকীদাগত সচেতনতার ধারণা

৩.১ আকীদাগত সচেতনতার অর্থ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস, উপলব্ধি ও বাস্তব জীবনে তার প্রভাবকে “আকীদাগত সচেতনতা” বলা হয়। আকীদার বিষয়ে সচেষ্টিত থাকা, কুরআন- সুন্নাহর আলোকে যাচাই-বাছাই করে এ বিষয়ক তথ্য গ্রহণ করা, ভ্রান্ত আকীদা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা, এগুলো দ্বারা আকীদাগত সচেতনতা বোঝায়। একজন মুসলিম আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, তাকদীর ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ ধারণা অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে তাকেও আকীদা- গত সচেতনতা বলা যায়।

৩.২ শিরক, কুফরি থেকে বাঁচতে সহিহ আকীদার অপরিহার্যতা

শিরক ও কুফরির মতো ভয়াবহ গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সহিহ আকীদা অপরিহার্য।

শিরক ও কুফরের পরিচয় :

শিরক :

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা বা আল্লাহর বিশেষ গুণ, অধিকার ও ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার বানানোকে শিরক বলা হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না।”

সূরা আন-নিসা: ৪৮

কুফরি:

আল্লাহ, তাঁর বিধান বা ইসলামের মৌলিক বিষয় অস্বীকার করাকে কুফরি বলা হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।”

সূরা আলে ইমরান: ৮৫

শিরক থেকে বাঁচতে সহিহ আকিদার গুরুত্ব

ক) তাওহীদের সঠিক ধারণা প্রদান করে

সহিহ আকিদা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দেয়। ফলে মানুষ কবরে, পীরের কাছে বা অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না।

আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা শুধু তোমার রবেরই ইবাদত করো।”

সূরা আল-বাকারাহ: ২১

কুফর থেকে বাঁচতে

সঠিক আকিদা মানুষকে, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ অস্বীকার করা, সন্দেহ পোষণ করা, হাসি তামাশা করা, এসকল বিষয় থেকে বাঁচতে সহায়তা করে।

খ) বিদআত ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে

সহিহ আকিদা না থাকলে মানুষ সমাজে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ে।

যেমন—

- তাবিজে অন্ধ বিশ্বাস
- জ্যোতিষীর কথায় নির্ভরতা
- মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া
- অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাস
- এসব কাজ শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

৩.৩ ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে আকিদাগত সচেতনতার প্রভাব

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের ইমানকে মজবুত করে। অন্তরে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এতে কুফরি চিন্তা ও নাস্তিকতা থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) বলেনঃ

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আন্তরিকতার সাথে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”
সহিহ বুখারি

আকিদা শুদ্ধ না হলে আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। কেউ যদি শিরকে লিপ্ত হয়, তবে তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ বলেনঃ

“যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যেত।”

সূরা আল-আন‘আম: ৮৮

৩.৪ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব

আল্লাহ যাকে শুদ্ধ আকীদার জ্ঞান দান করেছেন, সে অনেক সৌভাগ্যবান, তার জীবন সুশৃঙ্খলিত হয়। এটি ব্যক্তিকে আমানতদারিতা, সত্যবাদীতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দান করে। যার কারণে ব্যক্তি বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে পারে। বিশুদ্ধ আকীদা ন্যায়, সত্যতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে সমাজকে অবিচার, অনাচার ও দুর্নীতিমুক্ত করে একটি সুন্দর সামাজিক জীবন গঠন সম্ভব হয়।

চতুর্থ অধ্যায়:

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তরুণ প্রজন্মের গুরুত্ব

৪.১ ইসলামী ইতিহাসে তরুণদের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ

ইসলামী ইতিহাসে তরুণদের অবদান অত্যন্ত গৌরবময় ও অনুকরণীয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠা, প্রচার, জ্ঞানচর্চা, নেতৃত্ব, যুদ্ধ, দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারে তরুণ সাহাবি ও মুসলিম যুবকদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। নিচে ইসলামী ইতিহাসে তরুণদের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ তুলে ধরা হলো—

১. ইসলামের প্রাথমিক দাওয়াহে তরুণদের ভূমিকা

রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত প্রথমে গ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। তারা নির্যাতন সহ্য করেও ইসলামের পতাকা উঁচু রেখেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য তরুণ সাহাবি:

আলী ইবনে আবি তালিব — অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখেন।

যুবাইর ইবনে আওয়াম — তরুণ বয়সেই ইসলামের জন্য সংগ্রাম করেন।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস — যুবক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে পারস্য বিজয়ে নেতৃত্ব দেন।

২. হিজরতে তরুণদের অবদান

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

আসমা বিনতে আবু বকর খাদ্য পৌঁছে দিয়ে হিজরতে সহায়তা করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

আলী ইবনে আবি তালিব রাসূল ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে জীবন উৎসর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৩. ইসলামী যুদ্ধসমূহে তরুণদের বীরত্ব

বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তরুণ সাহাবিরা সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

উসামা ইবনে যায়েদ অল্প বয়সে সেনাপতির দায়িত্ব পান।

মুয়াজ ইবনে আমর ও অন্যান্য তরুণ সাহাবি আবু জাহলকে পরাস্ত করেন।

আনাস ইবনে নযর শাহাদাতের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৪. জ্ঞানচর্চা ও হাদিস সংরক্ষণে তরুণদের অবদান

ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারে তরুণ সাহাবিদের ভূমিকা অপরিসীম।

উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ--

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস অল্প বয়সেই তাফসিরে পারদর্শী হন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বহু হাদিস বর্ণনা করেন।

জায়েদ ইবনে সাবিত তরুণ বয়সে ওহি লেখক ও কুরআন সংকলনের দায়িত্ব পালন করেন।

৫. নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তরুণদের ভূমিকা

ইসলামে যোগ্যতার ভিত্তিতে তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

উসামা ইবনে যায়েদ মাত্র ১৮-২০ বছর বয়সে বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন।

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তরুণ বয়সে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে ইসলামী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

৬. দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারে তরুণদের অবদান

তরুণরা ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মুসআব ইবনে উমাইর মদিনায় ইসলামের প্রথম দাঈ হিসেবে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন।

সালমান আল-ফারসি জ্ঞান, কৌশল ও পরামর্শ দিয়ে মুসলিম সমাজকে সমৃদ্ধ করেন।

৪.২ অদম্য শক্তি ও সাহস

তরুণ প্রজন্ম একটি জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ। তাদের মাঝে থাকে উদ্যম, সাহস, সৃজনশীলতা, নেতৃত্বের গুণ এবং পরিবর্তন আনার অসীম সম্ভাবনা। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সংস্কার ও জাগরণের পেছনে তরুণদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

তরুণদের শক্তির বৈশিষ্ট্য :

১. দৃঢ় মনোবল — তরুণরা কঠিন পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়ে না।
২. সাহসিকতা — সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করে না।
৩. পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা — সমাজকে সুন্দর করার স্বপ্ন দেখে।
৪. সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন — নতুন চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ তৈরি করে।
৫. নেতৃত্বের ক্ষমতা — দল পরিচালনা ও মানুষকে অনুপ্রাণিত করার যোগ্যতা রাখে।

৪.৩ আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর যুগ। আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, যোগাযোগ ও দাওয়াহ কার্যক্রমকে সহজ ও গতিশীল করেছে। এই যুগে তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে। তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা, সৃজনশীলতা, দ্রুত শেখার ক্ষমতা এগুলো বিভিন্ন ইসলামিক ও দাওয়াহ'র কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তরুণরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষ। এর মাধ্যমে তারা

অনলাইনে ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। আবার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষা, দাওয়াহ, ব্যবসা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে।

৪.৪ মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে পারদর্শিতা

তরুণ প্রজন্ম সমাজের সবচেয়ে সচেতন, আবেগপ্রবণ ও চিন্তাশীল অংশ। তাদের মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা, নতুন ধারণা গ্রহণের আগ্রহ এবং যুক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে মত প্রকাশের দক্ষতা বিদ্যমান। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তরুণরা শুধু শারীরিক শক্তিতেই নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১. মনস্তাত্ত্বিক সংযোগে তরুণদের দক্ষতা

ক. সহজে যোগাযোগ স্থাপন

তরুণরা খুব দ্রুত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির সাথে সংযুক্ত হয়।

খ. সহমর্মিতা ও অনুপ্রেরণা

তরুণদের মধ্যে অন্যের কষ্ট অনুভব করার প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে তারা—
মানবসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে।

বন্ধু ও সমাজকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

দাওয়াহ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তরুণদের ভূমিকা

বর্তমান যুগে যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের নয়; এটি চিন্তা, আদর্শ, সংস্কৃতি ও তথ্যেরও যুদ্ধ। তরুণরাই এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের প্রধান শক্তি।

ক. যুক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা

তরুণরা বইপড়া, গবেষণা, আলোচনা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।

খ. বিভ্রান্তির মোকাবিলা

নাস্তিকতা, ইসলামবিদ্বেষ, অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তরুণরা যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

গ. বিধর্মী ও নাস্তিকদের সাথে তর্ক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪.৫ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

তরুণরা সমাজের পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। তাদের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারা ধীরে ধীরে সমাজের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে। আজকের তরুণরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব, শিক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাই তাদের চিন্তা, আদর্শ, কর্ম ও নৈতিকতা শুধু বর্তমান নয়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সৎ, জ্ঞানী ও আদর্শবান তরুণরা একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, আর বিপথগামী তরুণ সমাজ জাতিকে ধ্বংসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। তাই তরুণরা সহজেই একটি সমাজে আকীদাগত সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়:

তরুণ প্রজন্মের আকীদাগত অবস্থার বর্তমান চিত্র

৫.১ তরুণ সমাজের বর্তমান ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের আকীদাগত অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়। আধুনিক প্রযুক্তি, বৈশ্বিক সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বহুমাত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে তরুণদের বিশ্বাস, চিন্তা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে অনেক তরুণ সহিহ ইসলামী আকীদার দিকে ফিরে আসছে, অন্যদিকে একটি অংশ বিভ্রান্তি, সংশয় ও ভ্রান্ত মতবাদের শিকার হচ্ছে।

নিচে বর্তমান তরুণ সমাজের আকীদাগত অবস্থার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. সহিহ আকীদার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

বর্তমানে অনেক তরুণ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা জানার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। তারা—

তাওহীদের সঠিক ধারণা অর্জনের চেষ্টা করছে

শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে সচেতন হচ্ছে

ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও দাওয়াহ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে

আকীদা বিষয়ক বই, লেকচার ও গবেষণায় আগ্রহ দেখাচ্ছে

বিশেষ করে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইসলামী শিক্ষার সহজলভ্যতা অনেক তরুণকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনছে।

২. আকীদাগত বিভ্রান্তির বিস্তার

অন্যদিকে একটি বড় অংশ বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যেমন—

নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ

ধর্মনিরপেক্ষতা

বস্তুবাদ ও চরম ভোগবাদ

ইসলামবিরোধী প্রচারণা

কুরআন-সুন্নাহবহির্ভূত মতবাদ

অনেক তরুণ পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান না থাকায় সামাজিক মাধ্যম বা বিভ্রান্তিকর ব্যক্তিদের বক্তব্যে প্রভাবিত হচ্ছে।

৫.২ তরুণদের আধুনিক চিন্তাধারা পোষণ

বর্তমান যুগের তরুণরা তথ্যপ্রযুক্তি, বিশ্বায়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের কারণে আধুনিক চিন্তাধারার প্রতি অধিক আগ্রহী। তারা প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্ন করতে, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয় মূল্যায়ন করতে এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় তারা ইসলামের কিছু বিধানকে সেকেলে রীতিনীতি মনে করে।

৫.৩ তরুণদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদ

নাস্তিক্যবাদ হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা কোনো ধর্মে বিশ্বাস না করা। সংশয়বাদ হলো ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা, আখিরাত বা ধর্মীয় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা এবং সেগুলোকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা।

বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব এবং বিভিন্ন দার্শনিক ও মতাদর্শিক চিন্তাধারার কারণে কিছু তরুণের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদ লক্ষ্য করা যায়।

তরুণদের মধ্যে এ প্রবণতার কারণ-

১. ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব

অনেক তরুণ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, আকীদা এবং ধর্মীয় শিক্ষার গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় না। ফলে বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়ে।

২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব

ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাস্তিক্যবাদী, সংশয়বাদী কিংবা ধর্মবিরোধী বিভিন্ন কনটেন্ট সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সময় একপাক্ষিক বা বিভ্রান্তিকর তথ্য তরুণদের প্রভাবিত করে।

৩. ধর্মের ভুল উপস্থাপন

কখনও কখনও ধর্মীয় শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা, কুসংস্কার, অযৌক্তিক আচরণ বা কিছু ধর্মীয় ব্যক্তির নেতিবাচক কর্মকাণ্ড তরুণদের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

৫.৪ বস্তুবাদী চিন্তাধারা

বস্তুবাদী চিন্তাধারা বলতে এমন জীবনদৃষ্টিকে বোঝায়, যেখানে মানুষের সুখ, সাফল্য ও জীবনের উদ্দেশ্যকে প্রধানত পার্থিব সম্পদ, ভোগ-বিলাস, সামাজিক মর্যাদা এবং জাগতিক অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়। বিশ্বায়ন, ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমের প্রভাবে এ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সমাজে সাফল্য, ভোগ এবং পার্থিব অর্জনকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ একটি মাধ্যম, লক্ষ্য নয়। মানুষের প্রকৃত সফলতা নিহিত রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নৈতিক জীবনযাপন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ

৬.১ পারিবারিক কারণ –

পরিবার থেকে ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়া

পরিবার হলো একজন শিশুর প্রথম শিক্ষালয় এবং পিতা-মাতা তার প্রথম শিক্ষক। শিশুর চরিত্র, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা গঠনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যার ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান, আকীদাগত সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক অভিভাবক নিজেরাই ধর্মীয় জ্ঞানে পর্যাপ্ত সমৃদ্ধ না হওয়ায় সন্তানদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারেন না। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে সন্তানরা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে দুর্বল ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

আকীদা বিষয়ে সচেতন না করা

আকীদা ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পরিবারের উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে আকীদা বিষয়ে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা। তাহলে অল্প বয়সেই শিশুদের ঈমান মজবুত হবে এবং পরবর্তীতে নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ ও বিভিন্ন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা থাকা সহজ হবে।

জেনারেল শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব এবং ধর্মীয় শিক্ষায় অবহেলা

অনেক পরিবার সন্তানদের একাডেমিক সাফল্য ও পেশাগত উন্নতির দিকে বেশি মনোযোগ দেয়, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষাকে গৌণ বিষয় হিসেবে দেখে। আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক সাফল্য ও পেশাগত অর্জনকে মানুষের মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়। ফলে পরিবারগুলো সফল ক্যারিয়ার গড়ার জন্য সন্তানদের উপর অধিক চাপ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়।

৬.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঞ্টিসমূহ –

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব

বিশ্বায়নের কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব পড়ছে। কিছু তরুণ নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পরিবর্তে বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ ও বস্তুবাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অনেক তরুণ বিদেশে লেখাপড়ার জন্য পাড়ি জমাচ্ছে, যেসব দেশের সংস্কৃতি তাদের ঈমান, আকিদার জন্য হুমকি।

ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education) হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে পাঠ্যক্রম, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানবীয় অভিজ্ঞতা, যুক্তি, বিজ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থায় ধর্মকে সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ইসলাম হচ্ছে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক। সম্পর্ক—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রভাবে কিছু তরুণের মধ্যে—

ধর্মীয় পরিচয় ও মূল্যবোধের দুর্বলতা, বস্তুবাদী জীবন দৃষ্টির বিকাশ, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা, আকীদাগত সংশয়, দেখা দিতে পারে। বিশেষত যখন ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা দুর্বল হয়।

পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার অপরিপাকতা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার তুলনামূলক অপরিপাকতা। যদিও অনেক দেশে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবুও তা প্রায়শই সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করলেও ধর্মীয় মূল্যবোধ, আকীদা ও নৈতিক শিক্ষায় পরিপাকভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে না।

ধর্মীয় শিক্ষার অপরিপাকতার চিত্র:

ক)ধর্মীয় বিষয়গুলোর জন্য পাঠ্যসূচিতে সীমিত সময় বরাদ্দ।

খ)ধর্মীয় শিক্ষাকে পরীক্ষাভিত্তিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা।

গ)আকীদা, ইখলাস, তাকওয়া ও নৈতিকতার মতো মৌলিক বিষয়গুলোর গভীর আলোচনা না থাকা।

ঘ)কুরআন ও হাদীসের ব্যবহারিক শিক্ষা ও জীবনঘনিষ্ঠ প্রয়োগের ওপর কম গুরুত্ব দেওয়া।

ঙ)ধর্মীয় জ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার প্রবণতা।

আকীদা সম্পর্কে নির্ভুল ও বিস্তারিত তথ্য না থাকা

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আকীদাগত দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আকীদা সম্পর্কে নির্ভুল, বিশুদ্ধ এবং বিস্তারিত জ্ঞানের অভাব। পাঠ্যসূচিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় অনেক তরুণ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে আংশিক বা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে তারা বিভিন্ন প্রশ্ন, সংশয় ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের মুখোমুখি হলে সঠিকভাবে তা মোকাবিলা করতে পারে না।

৬.৩ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির প্রভাব

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে একটি জাতি, সভ্যতা বা সংস্কৃতির ওপর অন্য একটি শক্তিশালী সংস্কৃতির এমন প্রভাব বিস্তারকে বোঝায়, যার ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা এবং ঐতিহ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যম, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিনোদন শিল্পের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

সেকুলারিজম ও লিবারেলিজম

সেকুলারিজম হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে পৃথক রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মূল ধারণা হলো ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়, আর রাষ্ট্র ও জনজীবন পরিচালিত হবে মানব-প্রণীত নীতি ও আইনের ভিত্তিতে।

তরুণদের ওপর প্রভাব:

- ক) ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।
- খ) জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।
- গ) ইসলামের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে দুর্বল ধারণা তৈরি হতে পারে।
- ঘ) ধর্মীয় পরিচয়ের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক বা নাগরিক পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

লিবারেলিজম এমন একটি চিন্তাধারা যা ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।

তরুণদের ওপর প্রভাব:

- ক) ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।
- খ) ধর্মীয় বিধান ও নৈতিক সীমারেখার সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে, যদি স্বাধীনতাকে সীমাহীনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

ভোগবাদ ও বস্তুবাদ

ভোগবাদ হলো এমন একটি চিন্তাধারা যেখানে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মতৃপ্তির প্রধান উপায় হিসেবে ভোগ ও ভৌত সুবিধাকে বিবেচনা করা হয়।

বস্তুবাদ হলো এমন একটি জীবনদৃষ্টি যেখানে পার্থিব সম্পদ, অর্থনৈতিক সাফল্য ও জাগতিক অর্জনকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য মনে করা হয় এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভোগবাদ ও বস্তুবাদ বর্তমান তরুণ সমাজের আকীদা, নৈতিকতা এবং জীবনদৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এটি মানুষকে পার্থিব অর্জনের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করে

আখিরাত কেন্দ্রিক মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যখন দুনিয়াবি সফলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায়, তখন তাকওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব কমে যায়।

নৈতিকতার অবক্ষয়

নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো সঠিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। ধর্মীয় শিক্ষা দুর্বল হলে নৈতিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। নৈতিকতার অবক্ষয় বলতে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক গুণাবলি এবং সং আচরণের ক্রমাগত দুর্বলতাকে বোঝায়। বর্তমান যুগে বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, অপসংস্কৃতির বিস্তার, ধর্মীয় উদাসীনতা এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে তরুণ সমাজের একটি অংশের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি শুধু ব্যক্তির চরিত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং পরিবার, সমাজ ও জাতির সামগ্রিক স্থিতিশীলতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬.৪ প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর অপপ্রচার

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামবিদ্বেষ একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে শান্তির ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে নানামুখী অপপ্রচারে লিপ্ত। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের একটি নেতিবাচক ও ভীতিকর চিত্র তুলে ধরা।

অপপ্রচারের প্রধান দিকসমূহ --

- সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা
- নারীর অধিকার ও মর্যাদা
- অসহিষ্ণুতা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তর
- মধ্যযুগীয় বা প্রগতিবিরোধী

সামাজিক মিডিয়ায় ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি

ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকি। কিন্তু যার মধ্যে ভুল তথ্য থাকে। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ, যেমন ইমান, আকীদা সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্ত তথ্যের ছড়াছড়ি দেখা যায়। শিরক, বিদআত সহ বিভিন্ন বানোয়াট গল্প ও জাল হাদিস ও প্রচার করা হয়, মুসলিমদের ঈমান আকীদা নষ্টের জন্য। যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম অনেক সময় আকীদাগত সংকটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর প্রচারণা তরুণদের আকীদাগত স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওয়েবসাইট, ব্লগ, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতি এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণক্ষমতার অভাবে অনেক তরুণ এসব প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক সময় ইসলাম, কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আংশিক, বিকৃত বা প্রেক্ষাপটবিহীন তথ্য প্রচার করা হয়, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

ডিজিটাল যুগে বিশ্বাসের সংকট

বিশ্বাসের সংকট বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তি তার ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আকীদাগত ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ, দ্বিধা বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। ডিজিটাল যুগে অসংখ্য মতবাদ, তথ্য ও দর্শনের অবাধ প্রবাহের কারণে অনেক তরুণ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং অনলাইন তথ্যভাণ্ডারের ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এখন তথ্যের জন্য বই, শিক্ষক বা পরিবারের তুলনায় বেশি নির্ভর করে ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর। এই বাস্তবতা যেমন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে নানা সংকটেরও জন্ম দিয়েছে।

৬.৫ বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব এবং তার বিস্তার

ইসলামের আকীদাগত মতভেদ

ইসলামের ইতিহাসে আকীদাগত মতভেদ ইসলামের প্রথম দিকে অর্থাৎ ওসমান(রা)-এর ওফাতের পর এবং আলী (রা) এর খেলাফতকালে চরম আকার ধারণ করে। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের আকীদা ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এবং ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু তাঁর ওফাতের পর রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজে কিছু আকীদাগত মতভেদের উদ্ভব ঘটে। এসব মতভেদের কিছু ছিল সীমিত ও ইজতিহাদভিত্তিক, আবার কিছু মতবাদ ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত আকিদা –

ক) খারেজী (Kharijites)

উৎপত্তি : সিফফিনের যুদ্ধের পর হযরত (রা.)-এর দল থেকে বের হয়ে যায়।

মূল আকীদা : চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের মতে, কোনো বড় গুনাহ (কবির গুনাহ) করলেই মানুষ কাফের হয়ে যায় এবং সে চিরকাল জাহান্নামী হবে।

খ) শিয়া (Shia):

উৎপত্তি :রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর নেতৃত্ব ও ইমামতের অধিকার নিয়ে তৈরি দল।

মূল আকীদা :তাদের আকিদার মূল ভিত্তি 'ইমামত'। তারা বিশ্বাস করেন, হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর বংশধররাই মুসলিম উম্মাহর একমাত্র বৈধ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা।

গ) মুরজিয়া (Murji'ites)

উৎপত্তি : খারেজীদের চরমপন্থার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি।

মূল আকীদা : তারা বিশ্বাস করেন, গুনাহ যতই বড় হোক, ঈমান থাকলে সে কাফের হবে না। বিচার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া (ইরজা) উচিত।

ঘ) মুতাযিলা (Mu'tazilites)

উৎপত্তি : উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে বিকশিত।

মূল আকীদা : কটর যুক্তিবাদী দল। তারা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করতেন (তাওহীদের নামে) এবং বিশ্বাস করতেন মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কুরআনকে তারা 'আল্লাহর সৃষ্টি' (মাখলুক) বলতেন।

প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব ভ্রান্ত আকীদার দ্রুত বিস্তার

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের ফলে যেকোনো মতাদর্শের মতো বিভিন্ন ভ্রান্ত বা চরমপন্থী আকীদাও খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অতীতে যেখানে একটি চিন্তাধারা ছড়াতে বছরের পর বছর সময় লাগত বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আটকে থাকত, এখন ইন্টারনেটের কারণে তা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, রিলস, শর্টস বা টিকটকের মাধ্যমে এগুলো সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। আবার ইন্টারনেটে পরিচয় লুকিয়ে রাখা খুব সহজ। ফেক আইডি বা পেজ তৈরি করে যেকোনো বিভ্রান্তিকর আকীদা বা উগ্রপন্থী চিন্তাধারা প্রচার করা যায়, যার ফলে প্রচারকারীদের জবাবদিহিতা বা আইনি জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না।

৬.৬ খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা মুসলিমদের আকীদা নষ্টের ব্যাপক প্রচেষ্টা

আকীদাগত আগ্রাসন

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে শুরু করে বর্তমান ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত, মুসলিমদের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে খ্রিস্টান মিশনারি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা মতাদর্শের গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এটিকে অনেক সময় "আক্রমণাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ" বা "আকীদাগত আগ্রাসন" হিসেবে অভিহিত করা হয়।

এই প্রচেষ্টাগুলোর মূল লক্ষ্য সাধারণত মুসলিমদের সরাসরি ধর্মান্তরিত করা নয় (কারণ সেটি খুব কঠিন), বরং তাদের মনে ইসলামের মূল আকীদা সম্পর্কে সংশয় বা সন্দেহ তৈরি করা। নিচে এর প্রধান কৌশল এবং ঐতিহাসিক ও আধুনিক প্রেক্ষাপটগুলো আলোচনা করা হল।

খ্রিস্টান মিশনারিদের কৌশল ও পদ্ধতি

খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থাগুলো মুসলিম বিশ্বে আকিদা পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুপারিকল্পিত কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে:

ক) **ইসলামিক পরিভাষার ব্যবহার (Contextualization):** অনেক মিশনারি গ্রুপ মুসলিমদের আকৃষ্ট করতে নিজেদের উপাসনালয়কে 'গির্জা' না বলে 'জামাত' বা 'কেন্দ্র' বলে। তারা যিশুর পরিবর্তে 'হযরত ঈসা (আ.)', বাইবেলের পরিবর্তে 'ইঞ্জিল শরিফ' এবং খোদার পরিবর্তে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করে এমনভাবে সাহিত্য বা বইপত্র প্রকাশ করে, যা দেখে সাধারণ মুসলিমরা এটিকে ইসলামেরই কোনো অংশ মনে করে বিভ্রান্ত হন।

খ) **সেবামূলক কাজের আড়ালে প্রচার (Humanitarian Aid):** অনুন্নত বা দুর্যোগপ্রবণ মুসলিম অঞ্চলগুলোতে (যেমন আফ্রিকার কিছু দেশ বা এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল) শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অর্থনৈতিক সহায়তার আড়ালে আকিদা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। মানুষের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাকে পুঁজি করে তাদের মৌলিক বিশ্বাসকে দুর্বল করার এই প্রচেষ্টা বৈশ্বিকভাবে বেশ আলোচিত।

গ) **ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের "সমন্বয়" তত্ত্ব:** কিছু আধুনিক মিশনারি প্রচার করেন যে, মুসলিম থেকে খ্রিস্টান হতে হলে ইসলাম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই—ঈসা (আ.)-কে শেষ ত্রাণকর্তা মানলেই চলে। এই ধরনের তত্ত্ব মুসলিমদের তাওহীদি আকিদাকে সরাসরি আঘাত করে।

প্রাচ্যবিদ (Orientalists) এবং প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা

উনিশ ও বিশ শতকে উপনিবেশবাদের (Colonialism) সময় থেকে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা ইসলামের আকিদা, কুরআন এবং হাদিসের সত্যতা নিয়ে পদ্ধতিগত প্রশ্ন তোলা শুরু করেন।

ক) **হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন:** পশ্চিমা অ্যাকাডেমিক সার্কেল থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব বই ও গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়, যা হাদিসের সংকলন ও সত্যতাকে

প্রশ্নবিদ্ধ করে। কোনো মুসলিম যদি এই ফাঁদে পা দেয়, তবে তার আকিদার অন্যতম মূল ভিত্তি 'সুন্নাহ' ধসে পড়ে।

খ)কুরআনের উৎস নিয়ে সংশয় তৈরি: তারা প্রচার করার চেষ্টা করে যে, ইসলামের আকিদা মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের একটি পরিমার্জিত রূপ এবং কুরআনের কিছু অংশ নাকি পূর্ববর্তী কিতাব থেকে নেওয়া।

সপ্তম অধ্যায়:

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আকীদাগত চ্যালেঞ্জসমূহ

তরুণরা প্রধানত নিচের বিষয়গুলোতে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে:

৭.১ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকাল:

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা।

৭.২ কুরআনের প্রামাণ্যতা:

আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তির সাথে কুরআনের সামঞ্জস্য নিয়ে সংশয়।

৭.৩ ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম শরিয়ত:

"আমার জীবন আমার সিদ্ধান্ত"—এই মানসিকতার সাথে ইসলামের বিধিনিষেধের সংঘাত।

৭.৪ ইসলামোফোবিয়া:

মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারণার কারণে নিজের ধর্ম নিয়ে হীনম্মন্যতা।

অষ্টম অধ্যায়:

দাওয়াহ'র ধারণা ও গুরুত্ব

৮.১ দাওয়াহ'র অর্থ ও মূলনীতি

শাব্দিক অর্থ:

আরবি 'দা-আ' (دعا) ক্রিয়ামূল থেকে 'দাওয়াহ' শব্দের উৎপত্তি। এর শাব্দিক অর্থ হলো- আহ্বান করা বা ডাকা, প্রার্থনা করা, দাওয়াত দেওয়া বা নিমন্ত্রণ করা।

পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা, অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে আসার দাওয়াত দেওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি অনুসরণের অনুরোধ করাই হলো দাওয়াহ।

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।" — (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪)

দাওয়াহ'র মূলনীতি

পবিত্র কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে দাওয়াহ পরিচালনার কিছু চিরন্তন ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পাওয়া যায়। সফল দাঈ (যিনি দাওয়াত দেন) হওয়ার জন্য এই মূলনীতিগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক:

১. হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

দাওয়াতের প্রথম এবং প্রধান মূলনীতি হলো হিকমাহ। হিকমাহ মানে হলো স্থান, কাল, পাত্র এবং শ্রোতার মনস্তত্ত্ব বুঝে উপযুক্ত পদ্ধতিতে কথা বলা। কাকে, কখন, কতটুকু এবং কীভাবে বলতে হবে—তা নির্ধারণ করার নামই প্রজ্ঞা।

২. উত্তম উপদেশ ও নম্র আচরণ

মানুষ কঠোরতা পছন্দ করে না। দাওয়াতের ভাষা হতে হবে অত্যন্ত নরম, হৃদয়গ্রাহী এবং যুক্তিপূর্ণ। এমনকি মহান আল্লাহ যখন মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ফেরআউনের মতো চরম অহংকারী শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখনও নির্দেশ দিয়েছিলেন:

"তোমরা তার সাথে নরম কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" — (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৪৪)

৩. উত্তম পন্থায় বিতর্ক বা যুক্তি উপস্থাপন

যদি কোনো বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি-তর্ক করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা হতে হবে অত্যন্ত শালীন এবং সুন্দর পন্থায়। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে, দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করতে হবে।

৪. কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দাওয়াহ

সঠিক আকিদা প্রচারে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করতে হবে।

৫. ধৈর্য ও সহনশীলতা

দাওয়াহর কাজে ধৈর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাজে অনেক সময় বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

৬. বাস্তবমুখী উপস্থাপনা

তরুণদের ভাষা ও মানসিকতা বুঝে দাওয়াহ প্রদান করতে হবে।

৮.২ দাওয়াহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে দাওয়াহ (দ্বীন বা ইসলামের দিকে আহ্বান করা) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং দায়িত্ব। সংক্ষেপে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. নবীদের প্রধান দায়িত্ব ও উত্তরাধিকার

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রধান কাজই ছিল দাওয়াহ বা আল্লাহর তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাই বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর ওপরই এই দাওয়াহর মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

২. সর্বোত্তম কথা ও কাজ

কুরআনে দাওয়াহর কাজকে শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, সংকর্ম করে এবং বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?"

সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত: ৩৩

৩. সমাজ থেকে অন্যায় ও পাপাচার দূর করা

একটি সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিক সমাজ গঠনে দাওয়াহর বিকল্প নেই। সমাজে যখন দাওয়াহর কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন অন্যায়, অবিচার ও পাপাচার জেঁকে বসে। সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ (আমরে বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার) করার মাধ্যমেই সমাজকে পতন থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

৪. উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি

মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তাআলা "সেরা উম্মত" বা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মূলত এই দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করার কারণেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসংকাজে বাধা দেবে..."

সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১১০

৫. নিজেদের রক্ষা ও আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি

সমাজে অন্যায় হতে দেখেও যদি কেউ তা সংশোধনের চেষ্টা (দাওয়াহ) না করে, তবে আল্লাহর আযাব সবার ওপর নেমে আসতে পারে। দাওয়াহর কাজ সচল রাখলে সমাজ

যেমন আল্লাহর রহমত পায়, তেমনি ব্যক্তি নিজেও আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা থেকে রেহাই পায়।

৬. বিশাল সওয়াব অর্জনের মাধ্যম

অন্যকে ভালো কাজের পথ দেখালে সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথের দিকে ডাকবে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, এতে তাদের (অনুসারীদের) সওয়াবের কোনো কমতি হবে না।" (সহীহ মুসলিম) সংক্ষেপে বলতে গেলে, দাওয়াহ কেবল একটি ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, সমাজকে সুন্দর করা এবং পরকালে মুক্তির জন্য এটি এক অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা।

৮.৩ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাওয়াহ

ক) পবিত্র কুরআনের আলোকে দাওয়াহ

কুরআন মাজীদে দাওয়াহর গুরুত্ব, এর ভাষা এবং পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, তা সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দাওয়াহর পদ্ধতি (প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ):

আল্লাহ তাআলা দাওয়াহ প্রদানের মূল নীতি নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন:

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা (হিকমত) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দরতম পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)

উত্তম আচরণের নির্দেশ:

দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা বর্জন করে নম্রতা অবলম্বনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর কোমল আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি কৰ্কশভাষী ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

সফলতার মাপকাঠি:

কুরআনে দাওয়াহর কাজকে সফলতার চাবিকাঠি বলা হয়েছে:

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।"

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০৪)

খ) সুন্নাহর আলোকে দাওয়াহ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী (হাদীস) এবং তাঁর জীবনচরিত্র (সীরাত) হলো দাওয়াহর সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রায়োগিক রূপ।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব (পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ):

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিটি মুসলিমের ওপর দাওয়াহর দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছেন:

"আমার পক্ষ থেকে একটিমাত্র আয়াত হলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।"

(সহীহ বুখারী)

দাওয়াহর বিশাল প্রতিদান:

কারো হিদায়াতের মাধ্যমে হওয়া দুনিয়ার সব সম্পদের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন:

"আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একটি মাত্র মানুষকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট (তৎকালীন আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ) লাভ করার চেয়েও উত্তম।"

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

সহজীকরণ ও সুসংবাদ প্রদান:

দাওয়াহর ক্ষেত্রে মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে না দিয়ে কাছে টানার নির্দেশ দিয়ে নবীজী (সা.) বলেন:

"তোমরা মানুষকে সহজ পথ দেখাও, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিকর্ষণ করো না (দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিও না)।" (সহীহ বুখারী)

অন্যায় প্রতিরোধের তিন স্তর:

সমাজে অন্যায় দমনে দাওয়াহর ভূমিকা স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তির মাধ্যমে) পরিবর্তন করে; যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দিয়ে (উপদেশ বা দাওয়াহর মাধ্যমে); আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দিয়ে (তা ঘৃণা করবে)। আর এটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" (সহীহ মুসলিম)

৮.৪ নবী রাসূলগণের দাওয়াহ

ইসলামে নবী ও রাসূলগণের দাওয়াহ (আল্লাহর পথে আহ্বান) ছিল মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অধ্যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

তাঁদের দাওয়াতের মূল পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. দাওয়াতের মূল ভিত্তি: তাওহীদ

সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের প্রধান এবং অভিন্ন ভিত্তি ছিল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। তাঁরা এসে নিজ নিজ জাতিকে একটি প্রধান বাণীই দিয়েছেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৫৯)

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেকেই মানুষকে শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব) মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান জানিয়েছেন।

২. নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

নবী ও রাসূলগণ যেভাবে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন, তার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল:

- নিঃস্বার্থতা ও ত্যাগ: তাঁরা দাওয়াতের বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে কোনো ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা প্রতিদান চাননি। তাঁদের একমাত্র কথা ছিল—"আমার পুরস্কার তো কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।"
- ধৈর্য ও সহনশীলতা: দাওয়াহ দিতে গিয়ে তাঁরা চরম নির্যাতন, সামাজিক বয়কট ও জন্মভূমি থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাননি। (যেমন: হযরত নূহ আ.-এর ৯৫০ বছরের দাওয়াহ, হযরত ইব্রাহিম আ.-এর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া)।
- হিকমাহ বা প্রজ্ঞা: তাঁরা মানুষের মনস্তত্ত্ব, সমাজ ও পরিবেশ বুঝে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কথা বলতেন।
- উত্তম আচরণ ও দয়া: কঠোরতা নয়, বরং নম্রতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করতেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে বলেছিলেন— "আপনি যদি কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আল-ইমরান: ১৫৯)।

৩. দাওয়াতের স্তর ও পদ্ধতি

নবীগণের দাওয়াতের একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বা পদ্ধতি ছিল:

ক. ব্যক্তিগত ও গোপন দাওয়াত

শুরুর দিকে তাঁরা বিশ্বস্ত ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে গোপনে দাওয়াত দিতেন, যাতে একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়।

খ. প্রকাশ্য দাওয়াত

পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা প্রকাশ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সত্যের বাণী তুলে ধরতেন।

৪. শাসকগোষ্ঠীকে আহ্বান

রাসূলগণ কেবল সাধারণ মানুষের কাছেই যাননি, বরং সমকালীন অত্যাচারী ও প্রভাবশালী শাসকদের কাছেও আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন:

হযরত মুসা (আ.) গিয়েছিলেন ফেরাউনের দরবারে।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) বিতর্ক করেছিলেন নমরুদের সাথে।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সমকালীন রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার রাজাদের কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন।

৫. দাওয়াতের সামগ্রিক লক্ষ্য

নবীগণের দাওয়াহ কেবল কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল ব্যাপক:

- আকিদাহর সংশোধন: মানুষের মন থেকে কুসংস্কার, শিরক ও মূর্তিপূজা দূর করা।
- ন্যায়বিচার ও সামাজিক সংস্কার: সমাজ থেকে জুলুম, শোষণ ও অন্যায় দূর করে ইনসাফ কায়েম করা।
- চরিত্র গঠন: মানুষকে উত্তম আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী করে তোলা।

সারকথা: নবী ও রাসূলগণের দাওয়াহর পথ ছিল আল্লাহর প্রতি চরম ভালোবাসায় মগ্ন, প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। আজ মুসলিম উম্মাহর ওপরও সেই দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর এই দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম উপায় হলো নবীগণের সেই প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রকে নিজেদের জীবনে ধারণ করা।

নবম অধ্যায়:

প্রতিকারমূলক আধুনিক দাওয়াহ কৌশল

৯.১ বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিনির্ভর দাওয়াহ

বর্তমান তরুণ সমাজ যুক্তি, প্রমাণ ও ও গুরুত্ব দেয়। তাই তাদের প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর গবেষণালব্ধ তথ্য, কুরআন-সুন্নাহ এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।

করণীয়:

- নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও বস্তুবাদের জবাবে গবেষণাভিত্তিক আলোচনা।
- উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর সেশন।
- সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

৯.২ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার

সোশ্যাল মিডিয়া, শর্ট ভিডিও ও পডকাস্ট

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের বড় একটি অংশ তাদের দিনের সিংহভাগ সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায়। তাই দাওয়াতের প্রধান ক্ষেত্র হওয়া উচিত এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো।

- শর্ট-ফর্ম ভিডিও কন্টেন্ট: ফেসবুক রিলস, ইউটিউব শর্টস বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে ১-২ মিনিটের তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় ভিডিও তৈরি করা। দীর্ঘ আলোচনার চেয়ে তরুণরা ছোট এবং টু-দা-পয়েন্ট কন্টেন্ট বেশি পছন্দ করে।
- পডকাস্ট (Podcasts): সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা, মানসিক চাপ, ক্যারিয়ার এবং ইসলাম নিয়ে তরুণদের সাথে ঘরোয়া আমেজে পডকাস্টের আয়োজন করা। এতে জটিল বিষয়গুলো সহজে তাদের সামনে খোলামেলাভাবে তুলে ধরা যায়।

ইনফোগ্রাফিক্স ও মেম-দাওয়াহ (Memes & Visuals):

সৃজনশীল গ্রাফিক্স, মিম (ইতিবাচক ও শালীন) এবং অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ইসলামের সুন্দর বার্তা ও আকীদাগত বিষয়গুলো স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলা।

অনলাইনে পৃথিবীখ্যত দায়ীদের লেকচার অনলাইনে সহিহ আকীদার অনুসারী অনেক দায়ীদের আকীদা বিষয়ে ধারাবাহিক লেকচার পাওয়া যায়,,এগুলো বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করলে সবাই উপকৃত হবে।

ইসলামী সাহিত্য ও প্রকাশনা

ইসলামি সাহিত্য ও প্রকাশনা হলো দাওয়াহ'র একটি অন্যতম শক্তিশালী এবং স্থায়ী মাধ্যম। মুখের কথা সময়ের সাথে হারিয়ে যায়, কিন্তু লিখিত শব্দ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তরুণ প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক গঠন, পড়ার অভ্যাস এবং চিন্তাভাবনার ধরন বদলে গেছে। তাই এই মাধ্যমে দাওয়াহ পরিচালনার কৌশলও হতে হবে আধুনিক ও আকর্ষণীয়। বর্তমান প্রজন্ম কাগজের বইয়ের চেয়ে স্ক্রিনে পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাই প্রকাশনা শিল্পকে ডিজিটাইজড করা অত্যন্ত জরুরি।

- ই-বুক (e-Book) ও অ্যাপস: আমাজন কিন্ডল বা বিভিন্ন দেশীয় বুক অ্যাপে ইসলামি বইগুলো সুলভে পাওয়ার ব্যবস্থা করা। এছাড়া ইন্টারেক্টিভ ইসলামি বুক অ্যাপ তৈরি করা, যেখানে বই পড়ার পাশাপাশি নোট রাখা ও শেয়ার করার সুবিধা থাকবে।
- কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা (তাফসির ও শরিয়াহ): সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সহজ ভাষায় কোরআনের তাফসির এবং হাদিসের সংকলন প্রকাশ।
- সীরাত ও ইতিহাস: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী (সীরাত), সাহাবিদের জীবনী এবং ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের ওপর রচিত সাহিত্য।

৯.৩ তরুণবান্ধব দাওয়াহ কার্যক্রম

তরুণদের ভাষা, চিন্তাধারা ও আগ্রহকে বিবেচনায় রেখে দাওয়াহ পরিচালনা করতে হবে।

করণীয়:

- যুব ক্যাম্প ও লিডারশিপ প্রশিক্ষণ।
- ইসলামিক বুক ক্লাব।
- ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন কর্মশালা।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজভিত্তিক দাওয়াহ ফোরাম।

৯.৪ মেন্টরশিপ ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা

অনেক তরুণ ব্যক্তিগত, মানসিক বা ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। এজন্য অভিজ্ঞ আলেম, শিক্ষক ও দাঈদের মাধ্যমে মেন্টরশিপ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

করণীয়:

- অনলাইন ও অফলাইন কাউন্সেলিং।
- ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরামর্শ প্রদান।
- ঈমান ও আত্মিক উন্নয়নমূলক সেশন।

৯.৫ অনলাইন সন্দেহ নিরসন কেন্দ্র

বর্তমানে অনেক তরুণ ইন্টারনেটে ধর্মবিরোধী প্রচারণার মুখোমুখি হয়। তাদের প্রশ্নের দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন।

করণীয়:

- অনলাইন ফতোয়া ও প্রশ্নোত্তর সেবা।
- চ্যাটভিত্তিক ইসলামিক হেল্পডেস্ক।
- গবেষণাভিত্তিক উত্তর সংরক্ষণাগার।

৯.৬ সেবামূলক দাওয়াহ (Social Da'wah)

মানবসেবা মানুষের হৃদয় জয় করার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম।

করণীয়:

- রক্তদান কর্মসূচি।
- দরিদ্র সহায়তা কার্যক্রম।
- শিক্ষা সহায়তা ও স্বচ্ছাসেবা।
- দুর্যোগকালীন ত্রাণ কার্যক্রম।

৯.৭ সমন্বিত মিডিয়া ও গবেষণা সেল গঠন

আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণাভিত্তিক দাওয়াহ অত্যন্ত প্রয়োজন।

করণীয়:

- তরুণদের আকীদাগত সমস্যার উপর গবেষণা।
- বিভ্রান্তিকর মতবাদের বিশ্লেষণ।
- আধুনিক ভাষা ও পদ্ধতিতে দাওয়াহ উপকরণ প্রস্তুত

৯.৮ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা সংস্কার

ক) আকীদাভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ বয়স ও মানসিকতা অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ও তাকদীর সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান।

শিরক, কুফর ও বিদআত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তা বৃদ্ধি।

খ) ভুল তথ্যের সংস্করণ

আমাদের পাঠ্য বইগুলোতে আকিদা সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য রয়েছে সংস্কার করা অতীব জরুরি। না হলে তরুণরা ছোটবেলা থেকেই ভ্রান্ত আকিদা শিখে ফেলবে।

গ) মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ

মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদেরও সেভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

৯.৯ তরুণদের মাধ্যমে তরুণদের দাওয়াহ

তরুণদের ইসলামিক সংগঠন

তরুণদের নিয়ে বা তরুণদের উদ্যোগে পরিচালিত ইসলামিক সংগঠনগুলো সমাজ গঠনে এবং যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে দারুণ ভূমিকা রাখছে। এই সংগঠনগুলো সাধারণত গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ব, প্রযুক্তি এবং সামাজিক কাজের মাধ্যমে তরুণদের দ্বীনের পথে আহ্বান জানায়।

ইউথ ক্যাম্প ও রোল মডেল

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তরুণরা কোনো তত্ত্ব বা বইয়ের চেয়ে একজন জলজ্যন্ত মানুষকে দেখে বেশি অনুপ্রাণিত হয়। বর্তমান যুগের তরুণদের সবচেয়ে বড় সংকট হলো—তাদের সামনে সঠিক ‘রোল মডেল’ বা আদর্শ ব্যক্তিত্বের অভাব। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার সেলিব্রিটি, ইনফ্লুয়েন্সার বা কাল্পনিক চরিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছে, যাদের অনেকের জীবনদর্শন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তরুণদের আকৃষ্ট করতে হলে দাঁড় বা রোল মডেলদের মাঝে দ্বীনদারির পাশাপাশি সমকালীন যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে:

ক) আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও দ্বীনদার ব্যক্তিত্ব

খ) মানসিকভাবে আধুনিক ও সহানুভূতিশীল আলেম

গ) অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার

ক্যাম্পাস দাওয়াহ (Campus Dawah)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টাডি সার্কেল, বুক ক্লাব এবং ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রামের আড়ালে নৈতিক ও আকীদাগত সচেতনতা তৈরি করা।

দশম অধ্যায়:

পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

১০.১ পরিবারের ভূমিকা

শৈশব থেকেই তাওহীদের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদান

একজন শিশুর জন্য পরিবারই হচ্ছে প্রথম শিক্ষালয়।

পরিবারের দায়িত্ব হচ্ছে একজন শিশুকে ছোটবেলাতেই তাওহীদ, আকীদা, ইমান এসব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা।

সন্তানের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখা

সন্তান বড় হলেই পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তরুণ বয়সে পিতা-মাতার উচিত সন্তানের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। সে কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মিশে, কিভাবে সময় কাটায় এসব দিকে খেয়াল রাখা। তাহলে সন্তানদের নাস্তিক্যবাদ অন্যান্য ভ্রান্ত আকিদার থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

১০.২ সমাজের ভূমিকা

মাদক ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসা

তরুণরা কৈশোর কালে বিভিন্ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যার ফলে তারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাদের নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সমাজের উচিত কার্যকারী পক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আমাদের তরুণদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো।

দাঈ ও আলেমদের করণীয়

ইসলামে সমাজ সংস্কার, সঠিক দ্বীনি শিক্ষা প্রচার এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য দাঈ (দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারী) এবং আলেমদের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে দাঈ ও আলেমদের প্রধান করণীয়গুলোকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ইলম বা সঠিক জ্ঞান অর্জন ও চর্চা

সঠিক উৎসের ওপর নির্ভরতা: কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালাহীনদের (পূর্বসূরি পুণ্যবান মণীষী) অনুসৃত পথের ওপর ভিত্তি করে গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা।
সমসাময়িক জ্ঞান: কেবল কিতাবী জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি, যাতে সমসাময়িক সমস্যার সঠিক সমাধান (ফতোয়া বা দিকনির্দেশনা) দেওয়া সম্ভব হয়।

২. কথায় ও কাজে মিল (আমল)

আদর্শ হওয়া: একজন দাঈ বা আলেমের সবচেয়ে বড় দাওয়াত হলো তার নিজের চরিত্র ও আমল। মানুষ তাদের কথা শোনার চেয়ে তাদের আচরণ ও জীবনযাত্রার দিকে বেশি লক্ষ রাখে।

নিষ্ঠা (ইখলাস): সমস্ত দ্বীনি কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, কোনো জাগতিক খ্যাতি বা স্বার্থ নয়।

৩. দাওয়াতের হিকমত বা প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণ

কোমলতা ও ধৈর্য: দাওয়াতের ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করে চরম ধৈর্য এবং নম্রতা অবলম্বন করা উচিত। মহান আল্লাহ লুত ও ফেরআউনের কাছেও নবী পাঠানোর সময় নরম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মানুষের স্তর বিবেচনা: শ্রোতার মানসিকতা, বয়স এবং যোগ্যতার স্তর বিবেচনা করে কথা বলা। সবার সাথে একই কঠিন তাত্ত্বিক ভাষায় কথা না বলে সহজ ও সাবলীল ভাষায় দ্বীন উপস্থাপন করা।

৪. ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও কোন্দল পরিহার

উম্মাহর ঐক্য: খুচরা বা ইজতিহাদী (গবেষণামূলক) ফিকহী বিষয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু এই মতভেদকে কেন্দ্র করে কাদা ছোড়াছুড়ি বা উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা যাবে না।

পরমতসহিষ্ণুতা: অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং নিজের মতকে গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে রেখে বৃহত্তর কল্যাণে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

৫. আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি: বর্তমান যুগে দাওয়াতের একটি বিশাল মাধ্যম হলো ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। আলেমদের উচিত ইউটিউব, ফেসবুক, পডকাস্ট বা নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বার্তা তরুণ প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌঁছে দেওয়া।

অপপ্রচারের জবাব: ইসলাম নিয়ে ইন্টারনেটে যেসব বিভ্রান্তি বা ইসলামের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়, তা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবেলা করা।

৬. সমাজ সংস্কার ও যুবসমাজের প্রতি মনোযোগ

তরুণদের মনস্তত্ত্ব বোঝা: যুবসমাজকে দ্বীনের পথে ধরে রাখতে তাদের মানসিকতা ও সমস্যাগুলোকে (যেমন: বিষণ্ণতা, নাস্তিক্যবাদের প্রভাব, মাদকের আসক্তি) সহানুভূতির সাথে বোঝা এবং সেগুলোর দ্বীনি সমাধান দেওয়া।

সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ: কেবল মসজিদের মিস্বারে সীমাবদ্ধ না থেকে জনকল্যাণমূলক কাজ, আত্মমানবতার সেবা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে নেতৃত্ব দেওয়া।

একাদশ অধ্যায়:

দাওয়াহ কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়

প্রতিবন্ধকতাসমূহ --

১. ইসলামবিরোধী মিডিয়া প্রচারণা
২. তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় উদাসীনতা
৩. দাওয়াহ কর্মীদের প্রশিক্ষণের অভাব
৪. রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপ
৫. বিভক্ত ইসলামী সমাজ

করণীয়সমূহ --

১. প্রশিক্ষিত দাঈ তৈরি করা
২. গবেষণাভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করা
৩. অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শক্তিশালী ইসলামিক কন্টেন্ট তৈরি করা
৪. তরুণদের নেতৃত্ব দানে উৎসাহী করা
৫. ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

দ্বাদশ অধ্যায়:

সম্ভাব্য সুপারিশ ও উপসংহার

সম্ভাব্য সুপারিশ :

১. জাতীয় পর্যায়ে তরুণদের জন্য আকীদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।
২. অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইসলামবিরোধী প্রচারণা মোকাবেলায় দক্ষ টিম গঠন করা।
৩. শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধের সংযোজন বৃদ্ধি করা।
৪. তরুণদের জন্য ইসলামিক কাউন্সেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা
৫. পরিবারভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাচর্চা জোরদার করা।

উপসংহার :

তরুণ প্রজন্ম একটি জাতির মেরুদণ্ড। বর্ধমান বিশ্বে তরুণ প্রজন্ম নানা ধরনের আকীদাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। আকীদা সম্পর্কে নির্ভুল ও বিস্তারিত তথ্যের অভাব, ধর্মীয় অজ্ঞতা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিভ্রান্তিকর মতাদর্শ তাদের ঈমান ও ইসলামী পরিচয় কে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা, সঠিক জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের আকীদাগত ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। পাশাপাশি, কার্যকর দাওয়াহ কৌশল গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান, যুক্তিনির্ভর উপস্থাপনা, প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার এবং পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব। তরুণদের মাঝে আকীদাগত সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তারা নৈতিক, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র:

১. আল- কুরআনুল কারীম
২. সহীহ আল-বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. ইমাম তাহাবী, আল - আকীদাহ আত- তাহাবিয়াহ
৫. ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমু' ফাতওয়া
৬. ইসলামী জাগরণ ও যুবসমাজ
৭. তরুণ সমাজ ও আকীদা বিষয়ক বিভিন্ন আর্টিকেল
৮. আধুনিক সমাজ ও ইসলামী চিন্তাধারা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ